সংবাদ

তারিখ 01 APR 2008
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই থেকে চালু হচ্ছে দ্বিতীয় শিফট

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী জুলাই মাস থেকে দ্বিতীয় শিফট চালু হচ্ছে। চবি সিন্ডিকেট এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে সূত্র নিশ্চিত করেছে। এ উপলক্ষে সিন্ডিকেট আট সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেছে। আগামী ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য সিন্ডিকেট সভায় কমিটির রিপোর্ট পেশ করার কথা রয়েছে। কমিটির রিপোর্ট সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হলে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ হতে চবিতে দ্বিতীয় শিফটে বাণিজ্যিকভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হতে পারে।

এদিকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শিক্ষাপীঠে মূলত ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে দেয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বছরের ঘাটতি বাজেটও পূরণের লক্ষ্যে এই দ্বিতীয় শিফট চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চবি প্রশাসন। সূত্র জানায়, প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকার মতো ঘাটতি বাজেট থেকে যায়। দ্বিতীয় শিফট চালু হলে সেই ঘাটতি বাজেট পূরণ হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় শিফটের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি বাড়িয়ে নেয়া হবে বলেও সূত্র জানায়।

দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিফট চালু করার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল ক্যাম্পাসে। আর প্রতি বছরও বেড়ে যাচ্ছিল ভর্তি পরীক্ষার্থীদের ভিড়। চবি'র ৩৬টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউশনে সর্বমোট

চালু : পৃঃ ২ কঃ ৬

চালু : শিফট

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আসনসংখ্যা ২ হাজার ৮৪৬টি। গতবছর এই আসনসংখ্যার বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষা দেয় ৮৯ হাজার ৪৩৮ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ একটি আসনের বিপরীতে পরীক্ষার্থী ছিল ৩১ জন করে। এদের মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছে। আর প্রতি বছরই বাড়ছে এ রকম হাজার হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে না পারার দলে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশের ২৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে এ রকম হাজার হাজার শিক্ষার্থী হয়ে পড়ছে হতাশ। দেশের বৃহত্তম এসব বিদ্যাপীঠে ভর্তি হতে না পেরে তাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ছেড়ে দিচ্ছে পড়ালেখা।

এ ব্যাপারে সিন্ডিকেট সদস্য হেলাল উদ্দিন নিজামী 'সংবাদ'কে বলেন, দেশে এখন ব্যাঙের ছাতার মতো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে উঠছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলোতেই টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। যার ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী থেকে যাচ্ছে অন্ধকারে। এদিকে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও নেই পর্যাপ্ত আসন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের উচিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু করা। তিনি বলেন, চবিতে দ্বিতীয় শিফট চালু হলে খরচ খুব বেশি বাড়বে না। কারণ ১টায় যে বাসটি শিক্ষকদের নিয়ে ক্যাম্পাস হতে শহরে আসবে সেটি পুনরায় শহর হতে দ্বিতীয় শিফটের শিক্ষকদের নিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে যাবে। এছাড়া দ্বিতীয় শিফটের শিক্ষার্থীরা শাটল ট্রেন ব্যবহার করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে যেসব শিক্ষক দ্বিতীয় শিফটে ক্লাস নেবেন তাদের কিছু বাড়তি সুযোগ দেয়া হতে পারে। দ্বিতীয় শিফটের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত ফি নেয়া হতে পারে বলে তিনি জানান। এই শিফটে প্রায় ১ থেকে দেড় হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে বলেও তিনি জানান।

এ ব্যাপারে গঠিত কমিটির প্রধান প্রফেসর ড. আনিসুল ইসলাম 'সংবাদ'কে বলেন, আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এটা যদি আমরা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি তবে চবি উন্নয়নের জন্য হবে যুগান্তকারী একটি পদক্ষেপ।